[ছোটভাই নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা আরও কুড়িটি চিঠি এই খণ্ডে প্রকাশিত হলো।এর আগে ১ম খণ্ডে নুটুবিহারীকে লেখা ২৪টি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে আরও চিঠি প্রকাশিত হবে।]

২৫

১৭.১.৩৯

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার প্রেরিত খাবারগুলি পেয়ে খুবই খুসী হয়েছি।আমি মধ্যে মামার বাড়ী গিয়েছিলাম, ছোটমামা মাজার বেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন।তত্ত্বের ব্যবস্থা করে এসেছি, এবং পাঠানোও হয়েছে। তোমার জন্য ছোটমামা ভালো শাল একখানা কিনেচেন। সরস্বতী পূজার সময় দেশে যাবো।এরপর একটা শনিবারে বেলডাঙ্গা যাবার খুব ইচ্ছা আছে। বইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি পেয়েচো বোধহয়। Science and Cultureটা তোমার ঠিকানাতেই পাঠাবো এবং এখান থেকে "বঙ্গশ্রী"ও তাই করবো।

আশীর্ব্বাদ জেনো, আশাকরি কুশলে আছ। আজ দুইটা সভায় 'শরৎস্মৃতি বার্ষিকী'তে preside করবো।

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬

মঙ্গলবার

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেয়ে সব অবগত হয়েছি। ও ৭০ টাকার জন্যে ভেব না, আমি তোমায় দেব। ছেলেটা হতভাগ্য ওকে আর বাড়ীতে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যেখানে যায় যাগগে চালকীও এখনও আসেনি।

এদিকে তোমার বৌদিদিকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়েছি। আজ ৭/৮ দিন জ্বর ১০২-১০২॥.ওঠে ১০০ নামে। সুরেন দেখছে রেমিটেন্ট জ্বর বলে। পেটে ব্যথা মাথায় যন্ত্রণা। উমা একা ছেলেমানুষ সব করে। বড় বিব্রত হয়েছি। দুর্ভাবনাও খুব। সারারাত্রি ঘুমোতে পারি না। জ্বর মোটে ছাড়ে না। সুরেন দেখছে এই ভরসা। যা হয় পরে খবর দেবো।শান্তির জন্যে ভেব না। টাকা আমি দেবো।তবে ওকে স্থান দিও না আর। চালকী এসে থাকুক। তুমি ও বৌমা আমার আশীর্ব্বাদ নিও, মনে যথেষ্ট উদ্বেগ পয়সাও ব্যয় হইতেছে বেশ। এক একখানি প্রেসক্রিপসানের দাম ১॥০, ২।তার ওপরে ফল, পথ্যদি আছে পরে চিঠি দেবো।

আঃ ইতি
বিভূতি
বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

Calcutta
28.9.42

কল্যাণবরেষু

আমি শুক্রবার কোলাঘাটে এসেছিলুম এবং আজ সকালের ট্রেনে কলকাতা এসেছি। আজই বরিশাল এক্সপ্রেসে দেশে ফিরবো। ওখানে উমা ও তোমার বউদিদি ভালো আছে। তবে ঝড়বৃষ্টি গেল ক'দিন যেমন দেশে তেমন এখানে। তোমার কোলাঘাট আসার কথা সকলে বলছিলেন। আমিও পূজার পরেই ঘাটশিলা যাবো। এবং কিছুদিন থাকবো। চাকুরি ছেড়ে দেবো ভাবছি। অনেক অর্ডার পেয়েছি। চাকুরি করলে সেসব

লেখা সম্ভব হবে না। দার্জিলিংএ অভিনন্দন দেবে আমাকে পূজার সময় যেতে হবে সেখানে। রেডিওতে বুধবার (আগামী বুধবার অর্থাৎ পরশু) সন্ধ্যার সময় সজনী দাস অনুবর্তন সম্বন্ধে বলবে। যদি পারো তো শুনো।শনিবারের চিঠি ও আনন্দবাজারে ওর খুব ভালো সমালোচনা বেরিয়েচে।

জমির কি হল, সাড়াশব্দ দাও না কেন? জমি নিশ্চয়ই নেবো জানবে। ওখানে সেই জমিটা কি হল?বাড়ীতে রান্না করে খেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন জ্বরজ্বারির সময় উমাদের নিয়ে যেতে সাহস হয় না, কি মশা! যেমন মশা তেমনি কাদা। জিনিসপত্র এতদিন খুব সস্তা ছিল এখন আলু চার আনা পটল দু'আনা বেগুন তিন আনা কাঁচকলা তিন আনা মাছ ন'আনা দশ আনা দুধ ৭ সের, চাল ৯ (মোটা)। অক্টোবর মাসে রেডিওতে আমার বক্তৃতা আছে তারিখ পরে জানাবো।১০০ টাকা বা ১২৫টাকা খরচ করে যেমন হয় বাথরুম পায়খানা করে নেবে তবে কোথায় হবে জায়গাটা ঠিক করো আমার একটা ছোট ঘর দরকার।

মিতের বৌ ঘাটশিলায় যাবার জন্যে খেপেচে, মিতে সেদিন বারাকপুরে এসে বলেছিল। রত্না দেবী ও সমরের সঙ্গে সেদিন দেখা, ওরা ঘাটশিলায় যাবে। ওভারসিয়ারের বাড়ীর দুটো ঘর দেখতে পারো। ওরা ভালো লোক। উমা বেশ আনন্দে আছে দেখলুম, ছোট শালীদের সঙ্গে বেড়িয়ে মনের আনন্দে আছে। বেচারী বড় খেটেছে বারাকপুরে। এক মাস রাতে ঘুমছিল না।

ভাল কথা ইন্দু রায়ের ছেলে গুটকে ১৪ বৎসর বয়স ঘাটশিলায় গিয়ে থাকতে চায় ও ডিসপেনসারির কাজ শিখতে চায়। ছেলে ভালো, খাটিয়ে আছে। হাতের লেখা মন্দ নয়।একটু shy ধরনের। আমায় লিখলে পূজোর সময় নিয়ে যেতে পারি। তুমি ও বৌমা আশীর্ব্বাদনিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ উমাকে শাশুড়ীঠাকরুণ বড় ভালোবাসেন দিদিমণি বলে ডাকেন এবং বড় যত্ন করেন। এবার শুনি শ্বশুরমশায় এখানে একটি গ্রামে উমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন ধান আছে জমিজমা আছে তাদের ওখানে গিয়েছিলাম।

২৮

কলিকাতা

শুক্রবার

নুটু

আমি গত বুধবার কলকাতা (?) থেকে কলকাতায় এসে কাজকর্ম্ম মিটিয়ে আজই বাড়ী যাচ্ছি। কোলাঘাট থেকে বৃহস্পতিবার দিন ওঁরা ঝাড়গ্রামে চলে গেছেন। আজ সেখানেও পত্র দিলাম। ওখানে যেরকম শীত দেখে এসেছিলাম এখানে তার কিছুই নেই। কলকাতায় খুব গরম। সুপ্রভা কলকাতায় এসেছে তার সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা।আমায় তাদের বাসায় নিয়ে গেল। রাজপুরের ফুলিও কলকাতায় তার ভায়ের বাসায়। আজ ওদের বাসায় গিয়েছিলাম। আমি ২২শে আন্দাজ ঘাটশিলায় ফিরবো।পাইখানা কতদূর? গরুর গাড়ী চাই-ই। জমিও কিনবো। তুমি কথাবার্ত্তা বলে রেখো বরং গিয়ে কেনা যাবে।

গাড়ী ও গরু ঠিক করো।বারাকপুরের ঠিকানায় পত্র দিও পত্রপাঠ। পাইখানা ও দেওয়াল করাই আবশ্যক। ফুলি তোমার কথা বলছিল। বৌমা ও তুমি গুটকে আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

১৪.৬.৪৩

প্রিয়

নুটু, আমরা (উমা ও তোমার বৌদি) গত মঙ্গলবার পুরী এসেছি ও যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছি। সমুদ্রের ধারে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ধর্ম্মশালায় আছি। পুরী আসবার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ক্লার্ক হলে আমায় প্রধান অতিথি করে সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। ভোরের দিকে খুব বেড়ানো হল। দিনরাত অপার নীলাম্বুরাশির শোভা দেখছি বাসা থেকেই, সমুদ্রতীরেই এই ধর্ম্মশালা।জগন্নাথের

মন্দির ও অন্যান্য সব মন্দির দেখা হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে বুধবার ভুবনেশ্বর যাবো এবং খণ্ডগিরি উদয়গিরি ইত্যাদি দেখবো।১৯শে ভুবনেশ্বর থেকে রওনা হয়ে পুরী প্যাসেঞ্জারে হাওড়া পৌঁচুবো। ২৩শে নাগাত বাড়ী পৌঁচুবো দু'একদিন থেকে সে সময় তুমি বারাকপুরে এসো। ১৯শে ভোরবেলা পুরী প্যাসেঞ্জার খড়গ্পুর পৌঁছোবো যদি পারো দেখা করতে আসবে খড়গ্পুরে। ১৯শে জুন ভোরে পুরী প্যাসেঞ্জারে second class কামরা খুঁজবে। ১৮ই ভুবনেশ্বর থেকে বেলা ১২টার সময় রওনা হবো।আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি

তোমার

দাদা

৩০

বনগ্রাম

সোমবার

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেলাম। বনগ্রামে একরকম সব ভালো আছে। মিতে রোজই আসে। বাসাটা পাওয়া গিয়েছে ভালো। ছোটমাসীমা টাটাতে গিয়েছিলেন জানিলাম গুটকের পত্রে।

তুমি চাকুরী ছেড়ে এখানে আসবে লিখেচ, সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগল না। এদেশে বেশীদিন ভালো লাগার কথা নয়। গোপালনগর ও বারাকপুর দুই সমান। আমি ভাবচি এদিকের কাজ মিটে গেলে আর বেশীদিন এদেশে থাকবো না। তোমার বৌদিদিকে নিয়ে ঘাটশিলায় চলে যাবো।দৃশ্য হিসাবে ওদেশ আমার ঢের ভালো লাগে। তা ছাড়া এসময়ে ও জায়গা ছেড়ে আসা উচিত নয়ও।নানা কারণে গোপালনগরের চাকুরী আমি নাও করতে পারি। এ জায়গাবেশীদিন ভালো লাগে না। নতুন করে একটা জিনিষের পত্তন করা খুবই কঠিন। শেষে একূল ওকূল দুকূল না যায়। এখানে যা দূরে বসে ভাবছো আসলে তা নয়। কে পয়সা দেবেগোপালনগরে? বার মাস বিশেষত বর্ষার ৬ মাস রাস্তার মূর্ত্তি দেখলে আঁৎকে উঠবে। হাঁটা অসম্ভব সাইকেল তো দূরের কথা। আশাকরি ভালো আছো। ছোট মাসীমাকে প্রণাম দিও তুমি, বৌমা, গুটকে ও গোপাল আশীর্বাদ নিও।

ইতি

আঃ

বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১

কল্যাণবরেষু,

নুটু পূর্ব্বে তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছি আমার স্কুলের পরীক্ষা ও পূজার লেখা লইয়া বড়ই ব্যস্ত আছি। সেজন্য উমাকে আনিতে পারি নাই। দেবযান সামনের সপ্তাহে বাহির হইবে। ঐ সময় কলিকাতা যাইব। এই সপ্তাহে দিল্লী বঙ্গসাহিত্য সমিতির পক্ষ থেকে দিল্লীতে আমার জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইবে পত্র পাইলাম। আশাকরি ভালো আছ পূজার পূর্ব্বে বৌমাকে এখানে আনিব ভাবিতেছি—তুমি সে সময় আসিতে পার?

গুটকের বাবা ও মা উহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, পূজার সময় উহাকে পাঠাইয়া দিবে। অনেকদিন এদিকে আসে নাই। উহাকে বলিবে রাঁচিতে ভোরবেলা হাওড়া নামিলে ৯-৫০ মিনিটের সময় বনগ্রাম লোকাল ছাড়ে। উহাতে আসিলে বনগ্রাম হইয়া আসিতে পারে। হরিনাভি স্কুল হইতে আমার চাকুরীর offer আসিয়াছে Asst. Headmaster-এর post 100 টাকা বেতন, কিন্তু যাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি।পত্র দিও। রমেন পত্র দিয়াছে। আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ পিসিমা ও মানু ভাল আছে।

৩২

গোপালনগর

নুটু গুটকে এসেছে। ৺পুজোর সময় যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কাল ভাটপাড়ায় গিয়ে বৌমার মুখে শুনলাম তুমি পূজোর সময় ঐদিকে আসবে। সুতরাং গুটকের সঙ্গে তোমার বৌদিকে পাঠানোর যে ইচ্ছা ছিল তাহা স্থগিত করলাম। তুমি এলে তোমার সঙ্গে উমা ও তোমার বৌদিদিকে পাঠাবো।আমি ক'দিনের জন্য কাশী যেতে পারি সজনীর কাছে। তারপর ঘাটশিলায় যাবো।সিংহ সাহেব কাল চিঠি দিয়েচেন। শীগ্‌গির আসুন দাদা আপনি না থাকলে ঘাটশিলা ভালোলাগে না ইত্যাদি। 'দেবযান' সামনের শনিবার হবে। আর সব ভাল। পত্রের উত্তর দিও। আশীর্ব্বাদ নাও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্য এইমাত্র ভাটপাড়া থেকে এলাম।

৩৩

Gopalnagar P.O.

কল্যাণবরেষু,

এইমাত্র স্কুলে বসে তোমার পত্র পেলুম।

চাঁইবাসা ও সেরাইকেলা ভ্রমণবৃত্তান্তে খুসী হলুম। সুবোধ ও যোগেন লেখা পড়ে কি বললে? এখানে ৪০০ কপি দেবযান বেঁধে এসেছে হু হু করে বিক্রি হচ্চে।এক ভদ্রলোক বরিশাল থেকে পুত্রশোক ভুলেছেন দেবযান পড়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন আমায়, বইখানি লেখা সার্থক। ধনপতিবাবুর ভালো লেগেছে এতে আমি খুসী, তাঁকে আমার নমস্কার জানিও। বড় ভালো লোক।গত রবিবার ভাটপাড়ায় গিয়ে দেখি মনু ভীষণ ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, ক্ষীণ নাড়ী। রাত্রে উঠে দু—বার নাড়ী দেখলুম। মাসীমা ও ছোটমামা সারারাত জেগে, তোমাকে টেলিগ্রাম করবে বলছিল। এখন একটু সেরেছে। বৌমা সেখানে আছেন। বাপের বাড়ী থেকে ওঁরা আনিয়েচেন। শরীর ভালই আছে কলিকাতায় গিয়েছিলেন। আবার ডাক্তার একবার যেতে বলেচেন। বৌমাকে ঘাটশিলায় নিয়ে যেও। জিনিষপত্র নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ইদের ছুটিতে (বকরিদ) ধলভূমগড় যাবো।ইন্দু রায়ও যাবার খুব ইচ্ছা। তিন দিন ছুটি। ইন্দু রায়ের ভয়ানক ভালো লেগেছে ধলভূমগড় ও ঘাটশিলা। আমাদের সেই গাছটাতে লাউয়ের জালি পড়েছে। পালং শাক বোনা হয়েছে।এখানে খুব ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে পড়ে। ইন্দু রায়ের বাড়ী হাসপাতাল, নিজে ইন্দু রায় ৪/৫ দিন শয্যাগত। আমাদের বাড়ীতে ঈশ্বরেচ্ছায় এখনও সব ভালো।বাহাদুর চলে গিয়েচে, তার আর থাকবার ইচ্ছা নেই। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। দিব্বি চলে যাচ্ছে। /২ খাঁটি দুধ যোগান, দু'আনা করে বেগুনের সের। যাবার সময় নতুন পাটালি নিয়ে যাবো।ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া with meningitis, লোকও মরচে খুব। গ্রামে ৩/৪টি মারা গিয়েচে।কলকাতা ও ভাটপাড়ায় ভীষণ ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েচে।বৌমাকে নিয়ে আসার সাহস হ'ল না, তবে আর দু'দিন পরে শীত পড়লে থাকবে না।অনুকূল কাকার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে চিঠি দিয়েচেন। দুঃখ করেচেন খুব।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

মঙ্গলবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু ইদের ছুটিতে যাওয়া খুবই সম্ভব। আমি একাই যাবো।ইন্দু এবার যেতে পারবে না। আমার জন্যে একটা লেপ ও বিছানা ঘাটশিলা থেকে এনে রাখবে। সামনের রবিবার সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবো।

আবার মুস্কিল হয়েছে নীরদবাবু ও সুবর্ণ দেবী ঐদিন রবিবার বারাকপুরে বাটিতে আসবেনলিখেচেন। আসেন ভালই ১ দিন মাত্র থাকবেন ওঁরা। আমার বিশেষ ইচ্ছা ধলভূমে যাওয়ার। এখানে সকলে ভালো।

আঃ
শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫

Gopalnagar
P.O.
৫/১/৪৫

কল্যাণবরেষু,

নুটু, আমি লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ হইয়া গত পরশু বাড়ী আসিয়াছি। সব জায়গায় খুব আমোদ হইল। এলাহাবাদে আমাদের টেলিগ্রাম করিয়া নামাইয়া লয়। এখানের সব ভালো আছে। গুটকের দু'খানি চিঠি পাওয়া গিয়াচে, শীঘ্র উত্তর যাইবে। সরস্বতী পূজার ছুটিতে আমি ও ইন্দু যাইব ওখানে। ভালো আছি। তোমরা কল্যাণ লইবে। বৌমাকে পত্র দেওয়া হইল।

ইতি
শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ সুমথ ব্রজেশ্বরের বিবাহে গিয়াছে বলিল।

৩৬

বারাকপুর
শনিবার

কল্যাণবরেষু,

আজ আমার ছাত্র বিভূতির ভায়ের বিবাহ কলিকাতায় যাইতেছি। শান্ত একটু ভালো আছে। বোধহয় এবার সারিয়া উঠিতে পারে। তাহার পরই তোমার বৌদিদি ও উমাকে ঘাটশিলায় পাঠাইবার ইচ্ছা আমার। মিতে যদি আসে সে যেন নিয়ে যায়। শান্তকে কি করা যায় সে বিষয়ে পরে পরামর্শ করা যাবে। এখন সেরে উঠলে তবে। আমার মনে হয় ও অনুতপ্ত হয়েছে। অদ্য মহাদেব রায় প্রশংসাপূর্ণ এক পত্র লিখিয়াছেন :—

"প্রাসাদে প্রাসাদে ঘরে ঘরে কুটিরে কুটিরে একটি মহামূল্য জহরৎ মাটির দরে বিকাইলেন দাদা।" "দেবযান" ও 'পথের পাঁচালীর' সম্পূর্ণ এডিসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

আমার কালীদার বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ৫/৬ দিন ছুটি পাইব না। বোধহয় যাওয়া হইল না। বৌমা, তুমি ও গুটকে আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৭

বারাকপুর
সোমবার

কল্যাণবরেষু,

যেতে বলেচ কিন্তু এত engagement এদিকে যে যাওয়ার উপায় নেই। তুমি সভাপতিত্ব কর ভালো কথাই। আমি খুব খুসী। উত্তরপাড়ায় অমরবাবু রবিবার তাঁদের ওখানে রবীন্দ্রজয়ন্তীরনিমন্ত্রণ করেচেন বিকেল ৫৷৷০টায়। ঝাড়গ্রাম থেকে রত্নাদেবীর স্বামী সমরেন্দ্র বাগ্‌চি মুন্সেফ ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্র উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাও যেতে পারব না বলে লিখেচি। তুমি পার তো একদিন যেও সেখানে।

উমাকে নিয়ে যেতুম কিন্তু উমার জ্বর আজ ২ দিন। ম্যালেরিয়া ১০৫°পর্য্যন্ত ওঠে।না সারলে ওদের পাঠাতে পাচ্ছি না। এখানে ভীষণ গরম পড়েছে। বৃষ্টি বন্ধ। ওখানে কেমন সভা হয় লিখ। সারলে ওদের পাঠিয়ে দেবো।তুমি হাওড়া পর্য্যন্ত আসতে পারবে কি?

মহাদেব চিঠি দিয়েচে ডালটনগঞ্জে ভ্রমণে যেতে। বোধহয় তাই এবার যাবো। ওদের পাঠিয়ে দেবো আষাঢ়ের প্রথমে ঘাটশিলায়। তবে পুরী সম্বন্ধে এখনও গজেনদের সঙ্গে দেখা না করে সম্পূর্ণ স্থির হচ্চে না, শীঘ্রই জানাবো।আশীর্ব্বাদ নিও গুটকে এবং বৌমাকে দিও।

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮

স্বর্গদ্বার
ভারত
সেবাশ্রম

কল্যাণবরেষু,

নুটু, কাল শনিবার রওনা হয়ে হঠাৎ পুরী এসেচি।কুষ্টিয়া থেকে ফিরে বাড়ি এসে দেখি বাড়ি কেউ নেই। আমতা চলে গিয়েচে উমা ও শান্তকে নিয়ে। কানুমামা এসে নিয়ে গিয়েচে।এদিকে গজেনবাবুরা লিখেছেন শনিবার পুরীর টিকিট কেনা ও বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গিয়েচে।আমি মহা মুস্কিলে পরি [?]।শনিবারে কলকাতায় এসে টিকিট refund করতে এলুম। এসে দেখি তোমার বৌদিদি কলিকাতায় মামাশ্বশুরবাড়ী এসেচে—মায়াদির সঙ্গে বাজার করতে। রবিবারে এখানে উপস্থিত হয়েছি। সমুদ্রের দৃশ্য চমৎকার। পুরীতে এবার অনেককে দেখলাম এসেচে।

সমুদ্রতীরে আদৌ গরম নেই। হু হু হাওয়া, আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি
শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৯

বারাকপুর
২৫শে জুন

কল্যাণবরেষু,

নুটু পত্র দু'খানাই (অর্থাৎ রেডিও শোনা ও শান্ত মারফৎ) পেয়েচি।এখানে বড় বর্ষা নেমেচে।মিতের মেয়ে ডলির বড় অসুখ শুনেছো বোধহয়। উমার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল। ৪/৫ দিন। মাতৃধাম সম্বন্ধে তুমি কি মতামত দাও সত্বর লিখবে। পাঁচের অঙ্কে হয় না? তুমি কি বল ওদিকে অত পয়সা ব্যয় করা উচিত? এবার বর্ষাকালে ওদের ওদিকে পাঠাবো—বর্ষা এখানে অচল। সুধাময়েরটা বাজে। কি বল?ক'টা ঘর?কুয়ো আছে? তোমার মত কি? আমার স্কুল খুলচে। পশ্চিমের নানা জায়গা থেকে চিঠি আসচে, তারা কাগজে দেখেচে, আমি পুরী গিয়েচি। পশ্চিমে কেন গেলাম না। মোগলসরাই, সেরাপুর দিল্লী নানা জায়গা থেকে। বৌমার আমের জেলি অতি সুন্দর। বিশুর মা জেলেনী পর্যন্ত খেয়েচে।পথের পাঁচালী গুজরাটিতে অনুবাদহয়েচে শুনেচ বোধহয়। আমি ও ইন্দু শীঘ্র একবার বেড়াতে যাবো। শান্ত বল্লে এখনো বড্ড গরম। বৃষ্টি হচ্ছে কিনা লিখো।বৌমা ও তুমি আশীর্ব্বাদ নিও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

উঠোনের গাছে এখনো আম আছে।

বারাকপুর
বুধবার

৪০

কল্যাণবরেষু

সেদিন রবিবার তোমার কথামত মিত্র ও ঘোষের দোকানের সামনে রোয়াকে বসেছিলাম প্রায় ৪॥০টা পর্য্যন্ত। প্রথম তো একাই বসে আছি, এমন সময় বাণী রায়ের বাবা পূর্ণবাবু যাচ্চেন। আমি বল্লাম নুটু আসবে তাই বসে আছি। তারপর যাচ্চে সজনী দাস, বল্লে, এখানে বসে? আমি বল্লাম নুটু আসবে বলেচে তাই বসে আছি। সজনী আমার পাশে এসে বসলো গল্প করতে লাগলো। খানিকটা পরে যাচ্ছে সরোজ রায়চৌধুরী—বল্লে এখানে বসে যে? আমি বল্লাম এই ব্যাপার। সেও এসে আমাদের পাশে বসে গেল। তিন জনে মিলে ঘণ্টাখানেক বসে। সামনের দোকান থেকে চা আনিয়ে খাচ্চি আর রোয়াকে বসে আড্ডা দিচ্চি।এমন সময় যাচ্চে রমাপ্রসন্ন আর গৌর বসু। আমাদের দেখে বল্লে, কি ব্যাপার এখানে যে? তাকে বল্লাম এই ব্যাপার। তারাও বসে গেল।সে এক মজার ব্যাপার, তখন যদি আসতে তবে দেখতে যে, বাংলা দেশের ৩/৪ জন লেখক সাহিত্যিক তোমার জন্যে রোয়াকে বসে অপেক্ষা করচে আর চা খাচ্চে।বেলা ৪॥০টার পর সজনী বল্লে নুটু আসবে না ভাই আমি যাচ্ছি, কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের মিটিং আছে। তখন সে চলে গেল। আমরাও চলে এসে রমাপ্রসন্নের বাড়ী আড্ডা দিলাম সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। যদি কলকাতায় এসো 15C Swinhoe Street-এ কানুমামার বাসায় উঠো। ওখানে মায়াদি আছে। গড়িয়াহাটা নতুন ট্রামডিপোর সামনে দিয়ে সুইনহো স্ট্রীট বেরিয়েচে।

এখানে খুব বৃষ্টি চলচে। আর সব ভালো, মশাটা বেড়েচে।গুটকের চিঠি পাওয়া গেছে।বৌমাকে আশীর্ব্বাদ দিও, তুমি এবং গুটকে নিও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১

Gopalnag
ar

16.7.45

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পায়ের বেদনার কথা শুনে চিন্তিত আছি। কেমন আছো শীঘ্র লিখো।পূর্ণ রায়ের বাড়ী সেদিন গিয়ে শুনলাম উনি ঘাটশিলায় যাচ্ছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম দেখা করেছিলেন কি? মাতৃধাম বিষয়ে চেষ্টা কর।যাতে যা হয় কারো।এখানে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়েচে।তবে এবার আদৌ বৃষ্টি নেই রাস্তাঘাট শুকনো খটখট করচে। সিংহ সাহেব লিখেচেন তাঁর দাদা মারা গিয়েচে মন খারাপ।জুলাই মাসের শেষে ২/৩ দিনের জন্যে বারাকপুর এসে থাকবেন। খুব ভালো কথা। অনুকূলকাকা বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েচেন। আমাদের৺পূজার ছুটিতে ওখানে যেতে নিমন্ত্রণ জানিয়েচেন। এখানকার সব ভালো। হাজরা কালী কুমোরের ছেলের বিয়ে আজ—ভোঁ ভোঁ করে ইংরাজী বাজনা বাজচে। পোলতায় বিয়ে। এখানে আর সব ভাল। মামার

বাড়ী গিয়েছিলাম কাঁটাল পাড়ার সভার আগের দিন। সভার কথা সব কাগজে রিপোর্ট হয়েচে।যুগান্তর, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি। ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা আমায় একটা অভিনন্দন দিচ্চে, সেদিন সভাস্থলে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বল্লেন। সজনীকেও ওঁরা এই উপলক্ষে আসতে বলেচেন। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখেচেন ওঁরা আমার নামে, ছোটমামাকে গিয়ে শুনিয়ে এসেচেন, তাতে কৌশলে পথের পাঁচালী থেকে দেবযান পর্যন্ত সব বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

আশা করি ভালো আছে। ঘাটশিলার সেই ষষ্ঠী পাঠক কোথা থেকে সেদিন বড়দা বলে হাজির।গুটকে কেমন আছে? তার খবর কি? তার বাড়ীর সব ভাল আছে। দু বাংলার ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করবো। গুটকের বাবাকেও নিয়ে যাবো।সিংহ সাহেব আগে আসুক এখানে। আমার পাতানো মেয়ে রেণু কলকাতায় এসেচে।সে বল্লে দাদার ভাই গুনু চাটগাঁয়ে ওর খুড়তুতো বোন লীলাকে বিয়ে করেচে Love marriage ওরা বৈদ্য।লীলাকে আমি চিনি। আশীর্ব্বাদ নিও, তুমি, গুটকে ও বৌমা।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৪২

বারাকপুর
মঙ্গলবার
৪.৯.৯৫

কল্যাণবরেষু,

নুটু তোমার পত্র পেলাম। পুজোর লেখার জন্য ব্যস্ত আছি বলে চিঠি দিতে পারিনি। এবার পুজোর বড় বেশি তাগাদা। কানুমামা এখন ঘাটশিলায় যাবে না আমায় বলেচে সুতরাং বাড়ী দেখতে হবে না।গত শনিবার সেখানে গিয়েছিলাম, ওরা জলপাইগুড়ি যাচ্চে।আমি পুজোর আগেই যাবো।নগেন খুড়োর ছোট ছেলে ফুচু আমাদের সঙ্গে যাবে বলে ধরেছে। খুব কাজের ছেলে, যা বলবে তাই করবে। আমাদের বড় অনুগত। দৃষ্টিপ্রদীপ ২য় সংস্করণ বেরিয়েছে। তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।২৯শে বনগ্রামের তরুণ সঙ্ঘ আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান করবে। তারাশঙ্কর সভাপতি।

এখানকার সব ভাল। মিঃ সিংহ ওখানে এসেছিলেন নাকি আর? গুটকের বাড়ীর সব ভাল আজ। চিঠি লেখো না কেন? তোমরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ নিও ও বৌমাকে দিও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩

বারাকপুর
সোমবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু শনিবারে বনগ্রামে আমার জন্মতিথি উৎসব খুব ঘটা ও আয়োজনের সঙ্গে হয়ে গেল—ভাবিনি যে ওরা অত বড় করতে পারবে ওটাকে। লেখিকা অন্নপূর্ণা গোস্বামী সম্পাদিকা ছিলেন কার্য্যকরী সমিতির। তারাশঙ্কর সভাপতি। স্কুল হলে পা রাখবার জায়গা ছিল না, যত লোক ভেতরে তত লোক বাইরে।নানা স্থান থেকে বাণী এসেছিল, টাকা এসেছিল। কলকাতার মেয়র হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিরণশঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছিলেন। ঘাটশিলার বঙ্কিম চক্রবর্তী ও বাঁকুড়া

থেকে অনুকূলকাকা টেলিগ্রাম করেছিলেন। সিংহ সাহেব টেলিগ্রাম করেছিলেন। বহু স্থান থেকে বাণী পাঠিয়েছিল। সভায় সে সব পঠিত হল। প্রবোধ সান্যাল সভাপতি। কলকাতা থেকে অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। মিতেদের বাড়ীর মেয়েরা ও বৌয়েরা ছিল সভায়। অন্যান্য অনেক বাড়ীর মেয়েরা ছিলেন।হঠাৎ দেখি সেই ভিড়ের মধ্যে ছোটমামা আর খোকা এগিয়ে আসচে ভিড় ভেদ করে।আমি হাত ধরে নিয়ে এসে সভাপতির পাশে নিয়ে এসে বসালাম। তখন সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বাণী ও মানপত্র পড়া হচ্ছে। তখন ছোটমামা অশ্রুপূর্ণ চোখে এই কবিতাটি দাঁড়িয়ে উঠে পাঠ করলেন—

"হে বিভূতি ভারত 'সাহিত্য' ক্ষেত্রে গৌরীশৃঙ্গ তুমি,
যশোদীপ্ত শিরে তব উঠিয়াছে অভ্রদেশ চুমি।
পথের পাঁচালী রীতি আরণ্যক মুখে শুনি গর্বভরা প্রাণে।
ভারত কোবিদবৃন্দ চেয়ে আছে আজি তব মুখপানে॥
মল্লারে অনুবর্ত্তনে আর দেবযানের নবীন প্রবাহে
গর্ব্বভরা প্রাণে আজি মহানন্দ গীতি জনে জনে গাহে
আশীর্ব্বাদ করি তোমা হে বৎস বিভূতিভূষণ
প্রতিভায় অপরাজিত হও তুমি ভারতভূষণ॥

কৌশলে এর মধ্যে বাবার নাম ও তোমার প্রথম পক্ষের বৌদিদির নাম ঢুকিয়া দেওয়া আছে। কার তৈরী ছোটমামা বললেন না। সভান্তে মোটরে সভাপতি ও সাহিত্যিক বৃন্দের সঙ্গে ছোটমামা ও খোকাকে এবং সেইসঙ্গে তোমার বৌদিদিকে বারাকপুরে আনলাম আধঘণ্টার জন্যে। কুটির মাঠ ও বাঁশতলার ঘাট বেড়িয়ে চা ও জলযোগান্তে আবার সব চললো মোটরে বনগাঁ আমিও। চা পার্টি ছিল ষ্টেশনের রেলওয়ে ডাক্তারের বাড়ি। দার্জিলিং থেকে এই ভদ্রলোক এসেছিলেন সভায় যোগদান দেবার জন্য। খুলনা থেকে একদল ছোকরা এসেছিল, বরিশাল থেকে টাকা পাঠিয়েছে। নাগপুর থেকে দুটি মেয়ে ওদিন সকালের ডাকে আমার বাড়ীর ঠিকানায় ফুল ও শুভেচ্ছা এবং জন্মদিনের উদ্যোগ ঠিকানায় টাকা পাঠিয়েছে। হাওড়া থেকে টাকা নিয়ে লোক এসেচে। বারাকপুর থেকে ফণী চক্রবর্তী, অমৃতাকা, গজন, অমূল্য মুহুরী গিয়েছিল। উমা তোমার বৌদিদি সত্য, ফুচু মনুখুড়োর মেয়ে অন্ন গিয়েছিল আমাদের গাড়ীতে। শাঁক বাজাতে বাজাতে উলু দিতে দিতে আমায় রাস্তায় দিয়ে নিয়ে গেল সে এক কাণ্ড আরকি।কালিদাস রায় কবিশেখর একটি চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছিলেন। তার প্রথম লাইনটা মনে আছে—

"দাদা বলে ডাকো মোরে সেই মোর পরম গৌরব।"

ভাটপাড়ার শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠিয়েছিলেন ছোটমামার হাতে।

এখানের সব ভালো, ওখানের কি খবর? পাল্লার কালিপদ কি ওখানে গিয়েচে? ওকে নিমন্ত্রণ করতে লোক গিয়েছিল বনগাঁ থেকে, বল্লে ঘাটশিলা গিয়েচে।বৃষ্টি নেই, ধান হবে না। এবার ধান সামান্য পাওয়া গিয়েচে, গরম বেশ। গুটকেকে এক চিঠি দিয়েচে তোমার বৌদিদি পেয়েচে কি? তুমি গুটকে ও বৌমা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও। গুটকের বাড়ীর সবাই ভালো আছে। নকুল ছেলে মারা গিয়েছে।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়

(এই পোস্টকার্ডের কপালটুকিতে লেখা আছে)

নগেনখুড়োর ছেলে ফুচু ঘাটশিলায় বেড়াতে যেতে চায়। পুজোর ছুটিতে থাকবে, সে আমাকে বড় ধরেচে। বেশ কাজের ছেলে।সব রকম কাজ করতে পারে। তাকে বোধহয় তুমি দেখেচো। নিয়ে যাবো?

বারাকপুর

শুক্রবার

২৭.৯.৪৫

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তুমি কি ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলে? সমর আমায় লিখিয়াছিল তুমি রবিবারে যাইতে পার। আমি সেদিন গুটকের পত্র পাইয়াছি। তাহাকে বলিও তাহাকে আর পৃথক পত্র দিলাম না।

আগামী ৫ই October মহালয়ার দিন তোমার বৌদিদি ও উমা নীরদবাবুদের সঙ্গে ঘাটশিলায় যাইতেছে।তুমি বা গুটকে ওই সময় স্টেশনে থাকিয়া উহাদের নামাইয়া লইবে। আমি সঙ্গে যাইতেছে না। আমার মনে হয় নাগপুর প্যাসেঞ্জারের সময়ও থাকা ভালো।ওরা কোন ট্রেনে যাবে এখনও স্থির হয় নাই। তবে ৫ই অক্টোবর শুক্রবার মহালয়ার দিন নিশ্চয়ই। বম্বে মেলে যাওয়া প্রায় ধার্য্য।

আমি ৪ঠা অক্টোবর লুপ এক্সপ্রেসে ভাগলপুর রওনা হইতেছি। ভাগলপুর কলেজের সাহিত্য সম্মেলনীতে সভাপতিত্ব করবার জন্যে। ৭ই অক্টোবর ক্যানিং টাউন মাৎলায় আমার জন্মতিথি উৎসব। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সভানেত্রী ৭ই কলিকাতায় ফিরিয়াই আবার ক্যানিং টাউন রওনা হইতে হইবে। ৮ই বারাকপুর ফিরিয়া স্কুল করিব। ১০ই স্কুল বন্ধ হইবে। যদি পারি ঐদিনই ১১টার ট্রেনের গোপালনগর হইতে রওনা হইয়া বরিশাল এক্সপ্রেস ধরিয়া বেলা ১॥০টার সময় কলিকাতা আসিব ও বম্বে মেল ধরিয়া ঘাটশিলাতে পৌঁছিব। নগেন খুড়োর ছেলে ফুচু আমাদের সঙ্গে যাইবেই। সে কিছুতে ছাড়িবে না।কান্নাকাটি করিতেছে।

তুমি ও বৌমা আশীর্ব্বাদ লইবে।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পত্রাবলীর মধ্যে উল্লিখিত ঘটনাপঞ্জী ও চরিত্রগুলি সম্পর্কে টাকা পত্রাবলীর মুদ্রণ সমাপ্ত হলে দেওয়া হবে।]

—নির্বাহী
সম্পাদক